১০০ হোজ্জা

আহমেদ রিয়াজ
হাশিম মিলন

১০০ হোজ্জা

আহমেদ রিয়াজ
হাশিম মিলন

ছোটদের বই

ছোটদের বই

মিথের মানুষ

দুনিয়াজুড়ে একটা মিথ তৈরি করে রেখেছেন নাসিরুদ্দিন হোজ্জা। আবার কারো কারো মতে হোজ্জার গল্পগুলোই আসলে মিথ। সত্যিকারের নাসিরুদ্দিন হোজ্জার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। যে দিক থেকেই দেখা হোক না কেন, নাসিরুদ্দিন হোজ্জা অথবা তাঁর গল্প–দুনিয়াতে একটা মিথ তৈরি করে রেখেছে প্রায় আটশ বছর ধরে।

নাসিরুদ্দির হোজ্জা নামের মানুষটার কথাই যদি ধরি, তবে ভীষণ বোকা লোক ছিলেন তিনি। দুনিয়া জুড়ে নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে মিথটাও জনপ্রিয়। কিন্তু সত্যটা হলো, একজন মানুষ একই সময়ে বোকা ও বুদ্ধিমান–দুইই হতে পারে। তার নজির নাসিরউদ্দিন হোজ্জা নিজেই। নইলে যেখানে ঘরের চাবিটা হারিয়ে গেল, সেখানে না খুঁজে হোজ্জা কেন আলোতে খুঁজতে গেলেন? কেউ কেউ মনে করেন, আসলে হোজ্জা বোকার ভান ধরে থাকতেন। অন্যকে বোকা বানানোর এটাও একটা কৌশল। সন্দেহবাতিকদের ভাবনা অন্য জায়গায়, সত্যিই কি নাসিরুদ্দিন হোজ্জা নামে কেউ ছিলেন?

পারস্যের এক কথক ছিলেন হোজ্জা। তাঁর বলা গল্পগুলো সবই নিজ জীবনের উপলব্ধির প্রকাশ। তাঁর গল্পের বিষয় অনেক। বৈচিত্র্যের দিক থেকেও গল্পগুলো অসাধারণ। নইলে কয়েকশ বছর ধরে দুনিয়ায় টিকে থাকে কী করে? পাকিস্তানের সুফি কমিউনিটিতে এসব গল্প পড়ানো হয়। প্রখ্যাত সুফি পণ্ডিত ইদ্রিস শাহ তাঁর 'দ্য সুফিস' বইতে লিখেছেন : মধ্যপ্রাচ্যে জনপ্রিয় নাসিরুদ্দিনের গল্পগুলো দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাসের বিস্ময়কর কীর্তি। অজ্ঞতার কারণেই বেশিরভাগ গল্প কেবল কৌতুক হিসেবেই প্রচলিত। এসব গল্পের কথন আর পুর্নকথন হয় চায়ের দোকান থেকে কাফেলা, ঘরের ভিতর এমনকি এশিয়ার বেতারগুলোতে। কিন্তু এসব গল্পের সহজাত গুণটিই হলো একেকটা গল্পের অনেকগুলো মানে দাঁড়ায়। এই কৌতুকগুলোর রয়েছে এমন নীতিকথা, যা ব্যক্তিবিশেষে বোঝার দক্ষতার ওপর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ চেতনার চেয়েও বেশি কিছু তৈরি করে।

ভ্রমণ পিয়াসী নাসিরুদ্দিন গল্পগুলো তৈরি করেছেন বিস্তৃত এলাকা থেকে। তাঁর ঘোরাঘুরি ছিল বেইজিং থেকে বোস্টন, দিল্লি থেকে ডেলাওয়ার পর্যন্ত। যদিও তিনি কখনো আমেরিকার ডেলাওয়ারে গিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। এটা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

কিংবা ডেলাওয়ারের মানুষদের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎও হতে পারে। তবে তিনি যে ভীষণ ভ্রমণপিয়াসী মানুষ ছিলেন এটা সত্যি। এতই ভ্রমণবাজ ছিলেন যে, নিজের জন্মস্থান যে কোথায়, সেটাও মনে করতে পারেননি। এত এত জায়গার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে রয়েছে যে, তাঁর সঠিক জন্মস্থান নিয়ে রয়েছে বিস্তর সংশয়। তারপরও নাসিরুদ্দিন হোজ্জার একটা জন্মস্থান চিহ্নিত হয়েছে। সেখানেই রয়েছে তাঁর সমাধি। তুরস্কে। তারপরও নাসিরুদ্দিন নিজেকে কোনো বিশেষ এলাকার বলে দাবি করেননি কখনো। তিনি দুনিয়ার নাগরিক। যেখানে অনেক সংশয়বাদীই হোজ্জার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেন, সেখানে আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্ক, তাজিকিস্তানসহ বেশ কয়েকটি দেশ হোজ্জাকে দাবি করে নিজেদের বলে। আর হোজ্জা বেঁচে আছেন বাংলায় 'হোজ্জা' বা 'হোকা', আরব ও উত্তর আফ্রিকায় 'গোহা', আজারবাইজান, আফগানিস্তান ও ইরানে 'মোল্লা', আলবেনিয়ায় 'হোজ্হা', উজবেকিস্তান আর চীনে 'আফান্দি' বা 'আফেন্দি', কাজাখস্তানে 'খোজা', বসনিয়ায় 'হোদজা', তাজিকে 'মুশফিকি' নামে। 'হোসচা', 'হোদজা', 'হোগিয়া', 'মুল্লাহ', 'মুলা', 'এফেন্দি', 'এপেন্দি', 'হাজ্জি' ইত্যাদি নানা নামেও তাঁর বিস্তৃতি নানান লোকালয়ে নানা ভাষায়। আরবের দেশগুলোতেই অনেক রকম নাম তাঁর–'জুহা', 'চুহা', 'গিউফা', 'ছোজাস' আর 'গোহা' তো আছেই। তবে 'জুহা' নামে আরব্য রূপকথায় অন্য একজন আছেন। নবম শতকে আরব্য সাহিত্যে তাঁর বিস্তর আনাগোনা ছিল। এগার শতকে গিয়ে ব্যাপক জনপ্রিয় হন ওই 'জুহা'। উনিশ শতকের শুরুতে এই দুই জুহাকে আলাদা করতে বেশ হিমশিম খেয়েছেন আরবি থেকে তুর্কি ও পার্সিয়ান ভাষার অনুবাদকরা। এখানেই শেষ নয়, সোয়াহিলি আর ইন্দোনেশিয়ান সংস্কৃতিতেও 'আবুনুয়াসি' বা 'আবুনাওয়াস' নামে ঢুকে পড়েছেন নাসিরুদ্দিন হোজ্জা। ইন্দোনেশিয়ান কবি আবু নুয়াসের বেশ কিছু কবিতায় পাওয়া যায় হোজ্জার গল্প। তাঁর মূল নামের রয়েছে নানা ধরন–নাসেরুদ্দিন, নসরুদ্দিন, নাসর উদ-দিন, নাসরেদিন, নাসিরুদ্দিন, নসর এদ্দিন, নাস্ত্রাদিন, নাসরেদ্দাইন, নাস্ত্রাতিন, নুসরেত্তিন, নাসরেত্তিন, নস্ত্রাদিন অথবা নাজারুদ্দিন। নামের এতসব উচ্চারণের কারণ হচ্ছে নানান ভাষায় তাঁর সরব উপস্থিতি। কোন ভাষায় তাঁর নামে গল্পকথন নেই? আলবেনিয়ান, আরবি, আর্মেনিয়ান, আজারবাইজান, বাংলা, বসনিয়ান, বুলগেরিয়ান, চীনা, গ্রিক, গুজরাটি, হিন্দি, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, কুর্দিশ, পশতু, পারসিয়ান, রোমানিয়ান, সাইবেরিয়ান, রাশিয়ান, তুর্কিশ, উর্দুসহ আরো অনেক ভাষাতেই হোজ্জা আছেন।